মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৪ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে শিশু বলাৎকার মামলার ১ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ২ ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার (১৫ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হয়।

সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জন গ্রেফতার

গাংনী উপজেলা শহরের চৌগাছা গ্রামে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চোর সন্দেহে ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।
এরা হলো গাংনী পৌর শহরের পূর্ব মালশাদহ গ্রামের মৃতু আব্দুস শুকুরের ছেলে আব্দুল হালিম (২১), গাংনী উপজেলার চেংগাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রবিউল ইসলাম (২১), পৌর এলাকার ফতাইপুর

গ্রামের বাহারুল ইসলামের ছেলে নাহিদ হোসেন (১৯) একই গ্রামের মামুনের ছেলে জনি (৩০) ও ধর্মচাকী গ্রামের ইন্তাজুল হকের ছেলে রাশেদুল ইসলাম (২১)।
বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে গাংনী থানা পুলিশের একাধিক টিম পৃথক অভিযান চালিয়ে এই ৫ জনকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত এসব আসামিদের নামে এর আগেও চুরির অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানান।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে মেহেরপুর আদালতে নেয়া হয়েছে। তাদের রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গতকাল (১০ নভেম্বর) সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১ টা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চৌগাছা গ্রামে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস স্টাফ রোজিফা খাতুন ও ব্যবসায়ী আক্তারুজ্জামানের বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। এতে ওই বাড়ি দুটি থেকে ১৫ ভরি ওজনের স্বর্ণালংকার ও নগদ ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটে।
এঘটনায় রোজিফা খাতুন বাদী হয়ে গাংনী থানায় ৪৫৪/৩৮০ ধারায় একটি চুরির মামলা দায়ের করেন যার নং ১৫, তারিখ ১১/১১/২০২২ ইং।

গাংনীতে মাদকসেবীকে কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত

গাঁজা সেবনের অপরাধে বেদ আলী (৬২) নামের এক মাদক সেবীকে ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১ শ টাকা অর্থদন্ড করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। বেদ আলী গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের মৃত করিম মন্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম আজ বৃহস্পতিবার (৩ নভেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ভ্রাম্যমান আদালত বসে এ দন্ড দেন।

এর আগে মেহেরপুর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল বেদ আলীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালতে নিয়ে আসেন।

বেদ আলী তার দোষ স্বীকার করায় আদালত তাকে এ দন্ড দেন।

গাংনীতে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৩ আসামি গ্রেফতার

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ৩ আসামি গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের আবুল কালামের ছেলে লাল্টু মিয়া, আলম হোসেনের স্ত্রী ফেন্সি খাতুন ও আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী মাসুরা খাতুন। সিআর ১৫১/২১ মামলায় তাদের নামে আদালতের পরোয়ানা জারি করে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে পুলিশের টিম মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করে জানান, আজ বুধবার দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ২

আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে জিআর মামলার ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে সিআর মামলায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আজ শুক্রবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত পৃথক দুটি অভিযানে এই দুইজন আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।
গ্রেফতারকৃতদের আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র ঋণ পরিশোধ না করায় ৮ নারী জেলে

মেহেরপুরে সৃজনী ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারায় দরিদ্র ৮ নারীকে যেতে হলো জেল হাজতে। এসব নারীদের নামে এনজিও “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” দায়ের করা মামলায় আদালত গ্রেফতারী পরোয়ানাজারি করে।

আদালতের পরোয়ানা পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ গতকাল বুধবার সকালের দিকে আমদহ গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের হেলাল উদ্দীনের স্ত্রী ছবি খাতুন, আশাদুল হকের স্ত্রী তোকিয়ারা খাতুন, রবিউল ইসলামের স্ত্রী সাথিয়ারা খাতুন, মো: লিটন মিয়ার স্ত্রী ফারজিনা খাতুন, আসাদুল ইসলামের স্ত্রী নুরজাহান খাতুন, আনারুল ইসলামের স্ত্রী সাবুন্নারা খাতুন, মোসাররফ হোসেনের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ও ফরমান আলীর স্ত্রী সাহিদা খাতুন।

সৃজনী ফাউন্ডেশনের পক্ষে মেহেরপুর শাখার তৎকালিন ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান বাদী হয়ে মেহেরপুর কোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং সিআর ৫১৬/২২। এই মামলায় এসব অসহায় গ্রামীণ নারীদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
বর্তমান শাখা ব্যবস্থাপক শাজাহান কবীর বলেন, সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে জবা মহিলা সমিতি নামের ওই সংগঠণে মোট ৪০ জন সদস্য রয়েছে। এসব সদস্যের মধ্যে ছবি খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা। এখনো তার কাছে সমিতি পাবে ৯ হাজার টাকা, তোকিয়ারা খাতুন সমিতির কাছ থেকে ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নেন। সেও ৪০ হাজার টাকা পরিশোধ করেছেন। এখনো বাকী রয়েছে ৬ হাজার টাকা। নুরজাহান খাতুনও ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছে ১০ হাজার টাকা। তার কাছে পাওয়া যাবে ৪০ হাজার টাকা। সাথিয়ারা খাতুন ১৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন মাত্র ৩ হাজার টাকা। ফারজিনা খাতুন ৪৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ২৮ হাজার টাকা, সাবুন্নারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিলেও পরিশোধ করেছেন ১৬ হাজার টাকা, আনোয়ারা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পেরিশোধ করেছেন ৫ হাজার টাকা ও সাহিদা খাতুন ৪৯ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছেন ৪০ হাজার টাকা।আমদহ জবা মহিলা সমিতির এই ৮ জন সদস্য ঋণের কিস্তি পুরো পরিশোধ না করায় তাদের নামে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরো জানান, সৃজনী ফাউন্ডেশনের মেহেরপুর শাখার আওতায় মোট ৪০টি সমিতির প্রায় ৪০০ সদস্য রয়েছে। গ্রামের এই সমিতিগুলোর মধ্যে ২৭ জন সদস্য বিভিন্ন সময়ে ঋণ তুলে পরিশোধ করতে না পারায় তাদের নামে সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের পরামর্শে আদালতে মামলা দেওয়া হয়েছে।এদিকে আমদহ গ্রামের এই ৮ নারী আটক হওয়ার পর সৃজনী ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন এলাকার সমিতির খেলাপি অসহায় নারীরা সমিতির কার্যালয়ে এসে ভীড় জমিয়েছেন।

রাজাপুর গ্রামের মহসিন আলীর স্ত্রী মোমিনা খাতুন ও আমিনুল ইসলামের স্ত্রী আলেয়া খাতুন বলেন, আমরা ঋণ নিয়ে করোনার কারণে ঠিকমত কিস্তি দিতে পারিনি। আজকে আমদহ গ্রামের ৮ নারীকে হাজতে পাঠানোর পর থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে আতংক তৈরী হয়েছে। তাই সমিতির অফিসে মিটমাট করতে এসেছি।

নিয়ম কানুন মেনে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আলিফ খান বলেন, যাদের নামে মামলা দেওয়া হয়েছে তারা ৫ থেকে ৬ বছর আগে ঋণ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ করেনি। মামলার আগে ঋণ

আদায়ের জন্য তাদের সাথে সব ধরনের আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তারা লোন পরিশোধ না করে আমার কর্মিদের সাথে অসাদাচারণ করেছে। এজন্য তাদের নামে মামলা করতে বাধ্য হয়েছি।

তবে, নাম প্রকাশ না করার শর্তে হাজতে যাওয়া নারীদের স্বজনরা জানান, ঋণের অধিকাংশ কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। বিগত দিনে করোনার কারনে আমাদের কিস্তি দিতে পারিনি। আমরা একটু স্বচ্ছল হয়ে কিস্তি পরিশোধ করার কথা বলা হলেও তারা আমাদের নামে মামলা করেছে। সরকার যখন সমাজে নারীদের উন্নয়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানাভাবে কাজ করে যাচ্ছে, এমন সময় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা “সৃজনী ফাউন্ডেশনের” অমানবিক কার্যকলাপে বিস্মিত সুশীল সমাজের নাগরিকগণ।

জেলা সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেছেন যাদের দ্বারা সামান্য ঋণের দায়ে অসহায় নারীদের মামলার জালে ফেলে জেলে যেতে হয়। তাদের দ্বারা নারীদের সামাজিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয়। বিষয়টিকে হাস্যকর আখ্যা দিয়ে সৃজনী বাংলাদেশ এনজিওকে বয়কটের আহবান জানান তিনি। এই এনজিও দ্বারা কিভাবে গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন সম্ভব সে প্রশ্নও তুলে সৈয়দ জাকির হোসেন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এএসএম সায়েম পল্টু বলেন, দারিদ্রতার চক্র থেকে বেরিয়ে স্বাবলম্বী হতে অনেকেই এনজিওগুলো থেকে ঋণ নেন। কিন্তু দেখা যায় ঋণের কিস্তি শোধ করতে আবার অন্য একটি এনজিওর ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। সেই ঋণের জাল থেকে আর বেরিয়ে আসা সম্ভব হয়না।এক সময় তাদের ভিটেমাটিও বিক্রি করতে দেখা যায়। অনেকেই ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়েও গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এনজিও সমিতির একজন নেতা বলেন সরকারের এমআরএ নিয়মনীতি মেনে ঋণ দেওয়া উচিৎ। হয়তো ওই এনজিওর সাথে গ্রাহকদের চুক্তি ভঙ্গের কারণে মামলা করেছে। তবে, কোনো গরীব নারীদের হয়রানি না করে বিষয়টি অন্যভাবে সুরাহা হওয়া উচিৎ ছিল। তিনি বলেন, আমার এনজিও’র অনেক গ্রাহক খেলাপি রয়েছে। আমি এসব অসহায় গরীব নারীদের নামে মামলা করে হয়রানি করিনি। এটা এনজিও গুলোর উদ্দ্যেশ্য নয়। এনজিওগুলোর উদ্দ্যেশ্য পিছিয়ে পড়া অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী করা।

ব্র্যাকের জেলা সমন্বয়কারী ফজলুর রহমান বলেন, ক্ষুদ্র ঋণ খেলাপিদের মামলা দিয়ে হয়রানি না করে তাগাদার মাধ্যমে আদায় করা

হয়। আমাদের কর্মীদের সে ধরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক আব্দুর রশিদ বলেন, এনজিওগুলো যেন গরিবের রক্ত শোষণের যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক এনজিও সঠিক নিয়মকানুন অনুসরণ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। এনজিওগুলো কাগজে-কলমে ১০ শতাংশ সুদের কথা বললেও ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সুদ নিচ্ছে। তারা অসহায় দরিদ্র মানুষকে স্বাবলম্বী করার নামে আরও দরিদ্র করছে।

আদালত চত্বরে ধূমপান, একজনের জরিমানা

তিন ধুমপায়ি বিড়ির নেশা থামাতে না পেরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত ভবনের তৃতীয় তলার করিডোরেই শুরু করেন ধূমপান।

ঘটনাটি চোখ এড়াতে পারেনি মেহেরপুর সদর আমলী আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর। নজরে আসার সাথে সাথে তিনি কোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেন ওই তিন ধুমপায়িকে আটকের জন্য।

কোর্ট পুলিশ ধুমপায়িদের আটক করে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এস, এম, শরিয়ত উল্লাহর আদালতে উপস্থাপন করেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামিরা স্বেচ্ছায় তাদের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আদালত সংক্ষিপ্ত বিচার প্রক্রিয়ায় মামলাটি নিষ্পত্তি করেন।

বয়স বিবেচনায় আদালত দুইজন আসামিকে দন্ড প্রদান করলেও সতর্ক করে দন্ড স্থগিত করেন। এছাড়া একজনকে ২০০ টাকা জরিমানা করেন।

ওই আসামি চালানযোগে জরিমানার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে মুক্ত হন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪, দুটি মামলা রেকর্ড

মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।
আসামিদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পুরনো মামলায় ৩ আসামি ও মুজিবনগর থানা পুলিশশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ আসামী গ্রেফতার করেছেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে শনিবার সকাল থেকে আজ রবিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।
এসময় মেহেরপুর সদর থানায় একটি ও গাংনী থানায় নারী নির্যাততন দমন আইনে একটি মামলা রুজ্জু হয়েছে।
মেহেরপুর পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ রবিবা (৪ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

মেহেরপুর শহরের সেই আশাসহ দুজন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়া এলাকার তোহিদুল ইসলাম ওরফে তপনের ছেলে খোস আমজেদ ওরফে আশা এবং সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের মাদার আলীর ছেলে সুজন (২৫)।

রবিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর সদর থানার এএসআই শাকিল খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ শহরের ক্রিসেন্ট ক্লাবের সামনে অভিযান চালিয়ে চুরির

অভিযোগে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ৪০৮/২১ নং মামলার আসামি সুজনকে এবং নারী নির্যাতন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলা নং ৩৭/২২ এবং চুরির অভিযোগে জিআর মামলা নং ১৭০/২২ নং মামলার পলাতক আসামি পুরাতন পোস্টঅফিস পাড়া এলাকার খোশ আমজেদ আশাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আশা ওই পাড়ার তোহিদুল ইসলামের তপনের ছেলে। গ্রেফতারকৃতদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালতে দুই প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে অভিযান চালিয়ে একটি রেস্তোরাঁর মালিক ও একজন হোমিও চিকিৎসককে ১১ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে জীবননগর হাসপাতাল সড়কে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এই জরিমানা আদায় করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুল ইসলাম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, লাইসেন্স না থাকায় হোমিও প্রাকটিসনার অধ্যাদেশ আইন-১৯৮৩ এর ৩৬ ধারায় খাঁন হোমিও হলের চিকিৎসক হাসানুজ্জামান খাঁনকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আর বাংলাদেশ হোটেল-রেস্তেরা আইন ২০১৪ এর ১৯ ধারায় ফুড গার্ডেনের মালিক হিমেলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।